৩। # 3 FRB 150 215 ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে এই রেডিও ফাস্ট সিগনালটিকে রেকর্ড করা হয়। সেটি মাত্র কয়েক মি. সেকেন্ডে স্থায় ছিল। এটি আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি থেকে আসছিল। ১৯৫৭ সালে এই সিগনালটি রেকর্ড করেন বিজ্ঞানীরা।

৪। # IWOW SIGNAL এই সিগনালটিকে পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা এলিয়ান সিগনাল বলা হয়। এই সিগনালটি ১৯৭৭ সালে হোয়াইট স্টেট ইউনিভার্সিটি রেডিও টেলিস্কোপ বিংক ইয়ারে রেকর্ড করা হয়। এই রহস্যময় সিগনাল তারামন্ডল থেকে আসছে। আমরা জানি পৃথিবী থেকে তারাগুলো অনেক দূরে। এই সিগনালটি যেখান থেকে আসছিল সেখান থেকে পাল্টা সিগনাল পাঠানো হয়। এই সিগনালটি কারা পাঠিয়ছিল এবং কেনো পাঠিয়েছিল তা জানা যায়নি।

স্পেস Scientist বলেন, আমাদের কোনো দিনই বাইরের জগতের মানুষকে সিগনাল পাঠানো উচিত নয়। কারণ তারা পৃথিবীকে বসবাসের উপযুক্ত বলে মনে করে তারাই পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারবেন। তিনি পৃথিবী অন্য গ্রহে বসবাস পরিকল্পনা করছে তখন বাইরের জগতের অন্য প্রজাতিরাও অন্য গ্রহের সন্ধানে আছেন।

মজার জানা-অজানা তথ্য

সুমাইয়া খান কেমি
শ্রেণি : ৮ম, শাখা : খ
রোল : ৪৬, শিফট : প্রভাতী

১। মৃত্যুর পর মানুষের মস্তিষ্ক প্রায় সাত মিনিট সক্রিয় থাকে। এবং এই সময় জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলো তিনি স্বপ্ন আকারে দেখে থাকেন।
২। ২০১৩ সালে নিউজিল্যান্ডে সরকার আটটি জেলখানা বন্ধ করে দিয়েছিলেন অপরাধীর অভাবে।
৩। একটা সিগারেট খাওয়ার অর্থ এগারো মিনিট আয়ু কমে যাওয়া।
৪। আজ থেকে একশত বছর পরে ফেসবুকে প্রায় ৯১ কোটি ৬০ লক্ষ মৃত ব্যক্তির প্রোফাইল থাকবে।
৫। ১৯৭০ সালে বিশ্বের জনসখ্যা ছিল বর্তমান জনসংখ্যার অর্ধেক।
৬। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের রক্তের গ্রুপ O+ এবং সবচেয়ে কম মানুষের রক্তের গ্রুপ AB^-।
৭। আমাদের রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম প্রতিদিন অন্তত একটি কোষ ধ্বংস করে আমাদের দেহে, যা আমাদের ক্যান্সার ঘটাবে।
৮। আয়নায় দেখার সময় আমরা নিজেকে প্রায় ছয়গুন সুন্দর দেখি।
৯। কোনো নতুন অভ্যাস তৈরি হতে মানুষের সময় লাগে ২১ দিন।
১০। মঙ্গলকে লাল দেখার কারণ এর মাটি লোহা অক্সাইড (Fe_20_3) দিয়ে তৈরি।
১১। পরপর মোট ৪৮০টি কলা খেলে কোনো ব্যক্তি পটাসিয়ামের ওভার ডোজের কারণে মারা যাবে।
১২। মেরু প্রদেশে বস্তুর ওজন ৩ শতাংশ কমে যায়।
১৩। মাছ বা আঙ্গুর ফল খেলে মেধা বৃদ্ধি পায়।
১৪। পৃথিবীতে সবচেয়ে জিরাফের রক্তচাপ বেশি।
১৫। আবেগজনিত ব্যথা শুধুমাত্র ১২ মিনিট স্থায়ী হয়। এর বেশি হলে সেটি আমাদের নিজের তৈরি।

জানা-অজানা

ফাহমিদা আক্তার হিয়া
শ্রেণি : ৯ম, শাখা : খ
রোল : ৪৬, শিফট : প্রভাতী

পৃথিবীর যত শব্দ রয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম শব্দ 'মা' আর এই মা শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে– ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, করুণা, আদর, সোহাগ, দায়িত্ব, কর্তব্য, শাসন, বারণ ইত্যাদি। মা শব্দটি এমনই যে, মা ডাক শুনলে আমাদের মন শীতল হয়ে যায়। আমরা শান্তি ও সুখ অনুভব করি। এই মা ডাকে। মায়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ MOTHER আর Mother কে ভাঙলে পাওয়া যায়।

M = Meriful- দয়ালু, করুণাময়।
O = Optimus- আশাবাদী, সাম্যবাদী।
T = Tobron- সহিষ্ণু, সহ্য করা।
H = Heartful- আন্তরিক।
E = Enterprising- উদ্যোগী, উদ্দ্যমশীল।
R- Refuge- আশ্রয়।

মা, এই ছোট্ট শব্দটি ভাঙলে এতগুলো শব্দ পাওয়া যায়। তাই মাকে কেউ কষ্ট দিও না। আমি আর মাকে খুব ভালোবাসি। আমার মা আমার গর্ব।

জানা-অজানা

তানজিলা ইয়াছমিন
শ্রেণি : ১০ম, শাখা : ক
রোল : ৫, শিফট : প্রভাতী

১। বৃষ্টির সময় বজ্রপাত হলে আমাদের উপর যদি বজ্রপাত পড়ে, তখন আমাদের স্ক্রিন ২৭৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম হয়ে তবে কয়েক সেকেন্ডের জন্য। এই তাপমাত্রা সূর্যের তাপমাত্রা থেকে ৫ গুণ বেশি।
২। মধু এমন একটি খাবার জিনিস যা সারা জীবন রেখে দিলেও নষ্ট হবে না।
৩। অস্ট্রিস নামক পাখিটির চোখ তার মস্তিষ্কের তুলনায় বড়।
৪। একটি শূকর কখনো উপরের দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখতে পারে না।
৫। যদি একটি পেন্সিল দিয়ে লম্বা দাগ টানা শুরু হয় তবে পেন্সিলটি শেষ হবে ৫৬ কিলোমিটার গিয়ে।
৬। একটি অক্টোপাসের শরীরে ৯টি মস্তিষ্ক, ৩টি হৃৎপিণ্ড রয়েছে।
৭। একটি শামুক তিন বছর পর্যন্ত ঘুমাতে পারে।
৮। যদি একটি তেলাপোকার মাথা কেটে ফেলা হয় তবে তা সর্বোচ্চ সাতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবে।

৯। স্কোরপিয়ন নামক পোকা পানির নিচে তার শ্বাস ৬ দিন পর্যন্ত বন্ধ করে রাখতে পারবে।
১০। আফ্রিকায় ইথোফিয়ান নামক একটি দেশ আছে যেখানে বছর ১৩ মাসে হয়। এখন সেখানে ২০১১ সাল চলছে।
১১। আসল হীরা কখনো এক্স-রে মেশিনে ধরা পরে না।
১২। এক চামচ মধু তৈরি করতে ১২টি মৌমাছির সারা জীবন চলে যায়।

জানা-অজানা

নাফিজা আক্তার

শ্রেণি : ১০ম, শাখা : ক
রোল : ১৫, শিফট : প্রভাতী

১। মধ্যযুগের গণিতবিদ কে?
উত্তর : মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল খেয়ারিজমি; যিনি ল্যাটিনে আল গরিদমি আবিষ্কার করেন।
২। অমূলদ সংখ্যার আবিষ্কারক কে?
উত্তর : হিপপাসাস; যিনি গণিতের ইতিহাসে প্রথম শহীদ।
৩। ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত বই কী?
উত্তর : ব্রহ্মাস্ফুট সিদ্ধান্ত (৬৩৮ খ্রি.)।
৪। গণিতের রাজপুত্র কে?
উত্তর : কার্লফ্রেডরিখ গাউস।
৫। সব সংখ্যা মূলদ নয় কেন?
উত্তর : আমরা জানি
অতিভুজ^২ = লম্ব^২ + ভূমি ২
বা, অতিভুজ^২ = ১+১ [ধরি, লম্ব=১, ভূমি=১]
বা, অতিভুজ^২ = ২
অতিভুজ = ২ এর বর্গমূল
২-এর বর্গমূলকে ভাগফল হিসেবে প্রকাশ করা যায় না। তাই সব সংখ্যা মূলদ নয়।
৬। যাহাই বাহান্ন তাহাই তেপান্ন। কীভাবে?
উত্তর : ধরি,
$y = x$
বা, $xy = x^2$ [উভয় পক্ষে x গুণ করি]
বা, $xy-y^2 = x^2-y^2$ [উভয় পক্ষে y^2 বিয়োগ করি]
বা, $y(x-y) = (x+y)(x-y)$
বা, $y = x+y$
বা, $x= x+x$ [$y=x$]
বা, $x= 2x$
$\therefore 1=2$
$\therefore 52 = 53$
৭। Magnifying Glassকে বাংলায় কী বলে?
আতশি কাঁচ।
৮। আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে সাইনের দূরত্ব কত?
উত্তর : ৫০০০ স্টেডিয়া (Stadia)

জানা-অজানা

রেশা কারিন রহমান

শ্রেণি : ১০ম, শাখা : ক
রোল : ==, শিফট : প্রভাতী

১। বিশ্বের বৃহৎ সামরিক বাহিনীর দেশ চীন।
২। আমেরিকার জঙ্গলে "বাসিলাস উইটিলে" গাছ দুধ দেয়।
৩। ফড়িংয়ের শরীরের নিচে কান থাকে।
৪। A quick brown fox jumped over the lazy dog. এ বাক্যটিতে ইংরেজি বর্ণমালার ২৬টি অক্ষর রয়েছে।
৫। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শব্দ হলো : Flocenauciriminihilipilification এখানে ইংরেজি বর্ণমালার ৩৩টি বর্ণ রয়েছে এবং এর অর্থ : অন্যকে হেয় করা।
৬। তুরী চন্ডাল মাছ মানুষের সাথে কথা বলে।
৭। গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতীক ও নাম

নাম	প্রতীক
আলফা	α
বিটা	β
গামা	γ
ইটা	η
পাই	π
রো	ρ
কাই	χ
ফাই	φ

৮। মার্ক জুগারবার্গকে ফেইসবুকের জনক বলা হয়।
৯। অ্যারিস্টটলকে প্রাণী বিজ্ঞানের জনক বলা হয়।
১০। মার্কিন বিজ্ঞানী মার্টিন কুপার ১৯৭০ সালে সর্বপ্রথম মোবাইল ফোন আবিষ্কার করেন।
১১। ১৯৭১ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী Shiva Ayyadurai ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

জানা-অজানা

ফারহানা আক্তার
শ্রেণি : ১০ম, শাখা : ক
রোল : ২৯, বিভাগ : বিজ্ঞান
শিফট : প্রভাতি

স্থাপত্য শিল্প, স্থপতি ও কোথায় অবস্থিত

স্থাপত্য	স্থপতি	অবস্থান
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সৈয়দ মঈনুল হোসেন	সাভার
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	হামিদুর রহমান	ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ
জাতীয় সংসদ ভবন	লুই আইকান	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	তানবির কবির	মুজিবনগর, মেহেরপুর
অপরাজেয় বাংলা	সৈয়দ আবদুলাহ খালেদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলা ভবন
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	শামীম শিকদার	টি.এস.সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জয় বাংলা, জয় তারুণ্য	আলাউদ্দিন বুলবুল	টি.এস.সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্বাধীনতা সংগ্রাম	শামীম শিকদার	ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
দোয়েল চত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শাপলা চত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	মতিঝিল, ঢাকা।
তিন নেতার মাজার	মাসুদ আহম্মদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কার্জন হল সংলগ্ন
চারুকলা ইনস্টিটিউট	মাযহারুল ইসলাম	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জাগ্রত চৌরঙ্গী	আবদুর রাজ্জাক	গাজীপুর
প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়	ফখরুল ইসলাম	পলাশী, ঢাকা
সাবাস বাংলাদেশ	নিতুন কুণ্ডু	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সার্ক ফোয়ারা	নিতুন কুণ্ড	পান্থপথ, ঢাকা
অমর একুশে	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
মুক্ত বাংলা	রশিদ আহমেদ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
স্বাধীনতার ডাক	রাশা	গগনবাড়ি, সাভার
রাজারবাগ স্মৃতিসৌধ	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি	রাজারবাগ, ঢাকা
দুর্জয়	মৃণাল হক	রাজারবাগ, ঢাকা
বিজয় '৭১	খন্দকার বদরুল ইসলাম নান্নু	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
কিংবদন্তী	হামিদুজ্জামান খান	মিরপুর, ঢাকা
শিশু পার্ক	শামসুল ওয়ারেস	শাহবাগ, ঢাকা
হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	লরোস	কুর্মিটোলা, ঢাকা
বোটানিক্যাল গার্ডেন	শামসুল ওয়ারেস	মিরপুর, ঢাকা
বীর বাঙালি	এডভোকেট লুৎফর রহমান তরফদার	খুলনা

'তত্ত্ব ও তত্ত্বের প্রবক্তা (জনক)'

তত্ত্ব	প্রবক্তা (জনক)
কোয়ান্টাম তত্ত্ব	ম্যাক্স প্লাঙ্ক
আপেক্ষিক তত্ত্ব	আলবার্ট আইনস্টাইন
মহাকর্ষ সূত্র	স্যার আইজ্যাক নিউটন
নিউক্লীয় তত্ত্ব	আর্নেস্ট রাদারফোর্ড
সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব	কোপার্নিকাস
আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব	হাইগেন
কণার গতি তত্ত্ব	রবার্ট ব্রাউন
স্পেস তত্ত্ব	ডেভিড হিলবার্ট
সেট তত্ত্ব	জর্জ ক্যান্টরা
চুম্বক ও তত্ত্ব	ডা. গিলবার্ট
সুতিবিদ্যা	গ্যালিলিও গ্যালিলি
বলবিদ্যা	স্যার আইজ্যাক নিউটন
বিগ ব্যাং তত্ত্ব	স্টিফেন হকিং
আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা	কোপার্নিকাস
জীবাণুবিদ্যা	লুই পাস্তুর
আলোক তত্ত্ব	ইবনে আল হাইথাম ও আল হাজেন
'বোস আইনস্টাইল সংখ্যায়ন' তত্ত্ব	সত্যেন্দ্রনাথ বসু
লিভার'র নীতি	আর্কিমিডিস

গল্প

সোনার বাংলায় নেই যে রুপের শেষ
হেথায় ছড়িয়ে কত না সুখের বেশ!
নারী-পুরুষ কাজ করে মিলেমিশে
সে যে শুধুই বাংলাকে ভালোবেসে
এসব গল্প শুনতে চাও
উত্তরনে একটু সময় দাও।

- মোছাঃ আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

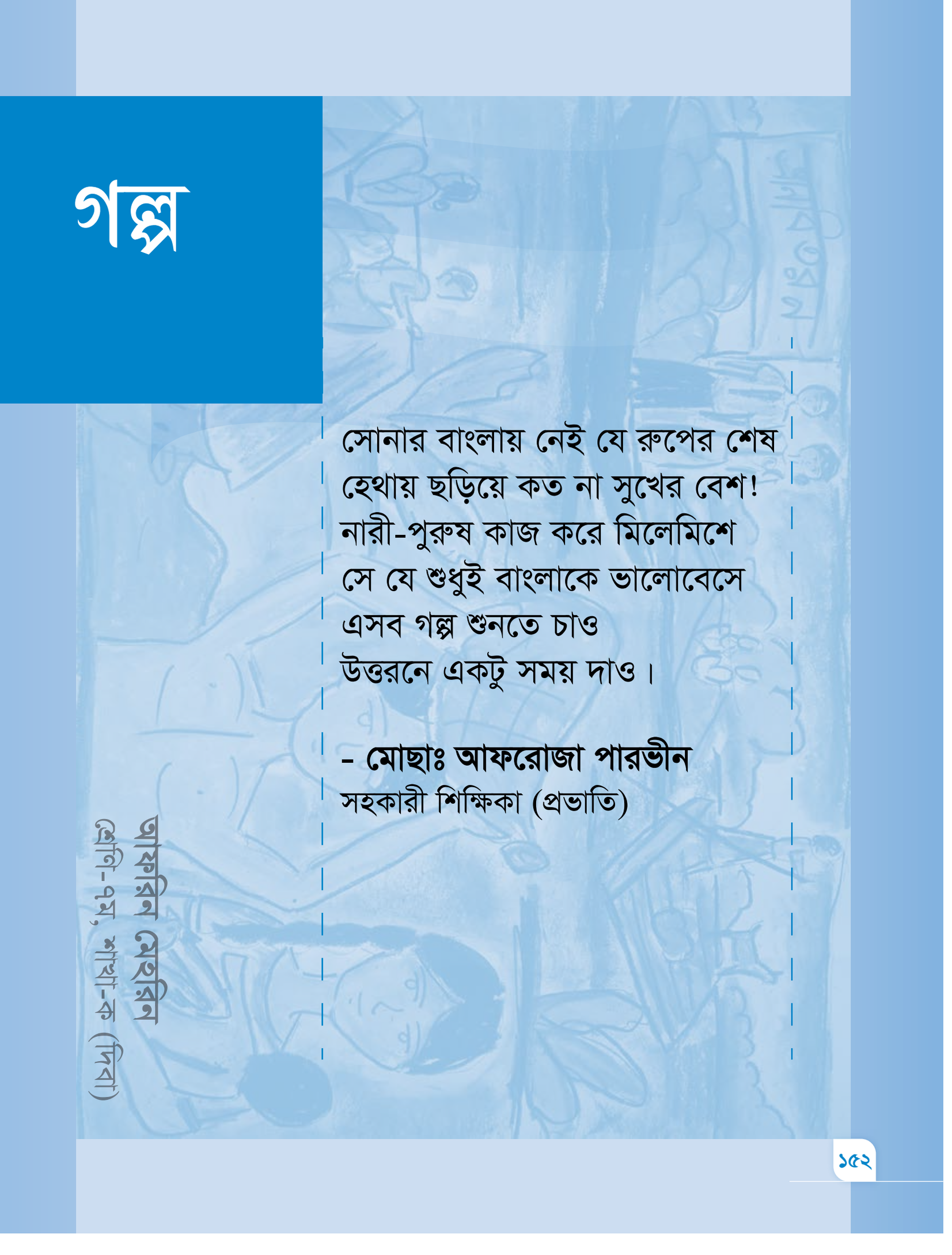

সাপের এত বিষ হলো কী করে?

আইনা ইসলাম
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ৫৯
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

অনেক দিন আগের কথা, তখন সাপের বিষ ছিল না। বনের প্রাণীরা একত্রিত হয়ে আলোচনা করতে লাগল। খরগোশ বলল, আমরা কী করবো? বেজি যে আমাদের সবাইকে ধ্বংস করছে। এর জন্য তো বিচার লাগবে। নইলে আমরা আর কেউই থাকব না। বাঘ সায় দিয়ে বলল। সাপ বলল, তোমরা অত চিন্তা করো না, বেজির কাছ থেকে তার বিষের থলি নেবার একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে।

পরদিন বেজি বাড়ি থেকে বেরোতে সাপ তার কাছে গেল। বেজি সাপকে বলল, কে তুমি? কি চাই? সাপ বলল, আমি তোমাকে একটা গোপন খবর দেব। কী গোপন খবর? তোমাকে ধরার জন্য একটা মস্তবড় ষড়যন্ত্র চলছে। চিন্তা করো না। বিশ্বাস করো। আমি তোমাকে সব খুলে বলছি। তোমার বিষের থলিটা আমাকে ধরতে দিতে পার। এই নাও। বলে বেজি বিষের থলিটা সাপকে দিল। সাপ সাথে সাথে সেই থলিটা গিলে ফেললো। আরে আরে করলে কী? এটাই ছিল ষড়যন্ত্র। বলে সাপ চলে গেল। এরপর বনের পশুরা সাপকে বলল, ঐ বিষের থলিটা দাও, আমরা ওটা নষ্ট করে ফেলবো। সাপ বলল, দুঃখিত বন্ধুরা– সেটা আমি গিলে ফেলেছি। এখন থেকে তোমরা আমায় ভয় করে চলবে। হা! হা! হা! সেই থেকে সাপ হয়ে উঠলো বিষধর আর বেজি হলো তার চিরকালের শত্রু।

তিন বোকার কাণ্ড

হালিমা খাতুন তাসমিয়া
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ০১
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

এক লোকের তিনজন ছেলে ছিল। তিনি ছেলেকে বলেন, তোমরা এই বিজ্ঞান বইয়ে যা আছে তা পড়বে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে। ছেলেরা তাই করল। তারা তিনজন চতুর্থ শ্রেণির প্রাথমিক চিকিৎসা অধ্যায়টি পড়ল। সেখানে তারা হাত-পা কাটলে বা পুড়লে কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করা যায় তা জানল।

প্রথম একজন হাত কাটল এবং বাকি দুইজন প্রাথমিক চিকিৎসা করল। কিন্তু যার হাত ফাটল সে বলে ও... ব্যথা। বাকি দুইজন বলে একেই বলে প্রাথমিক চিকিৎসা।

তারপর একজনের হাত পুড়ল এবং চিৎকার করে বলে ওমা কি ব্যথা। বাকি একজন বলে প্রাথমিক চিকিৎসা।

তারপর তারা দুজন ভালো হয়ে গেলে বাকি একজনকে বলা হলো যে তুই পুকুরে ঝাঁপ দে। আমরা তোকে চিকিৎসা করব। তখন সে পানিতে ঝাঁপ দিল আর বাকি দুইজনও তাকে বাঁচানোর জন্য পানিতে ঝাঁপ দেয়। ফলে তারা মারা যায়। অবশেষে তিনজনেরই মৃত্যু ঘটল।

'মা'

জাকিয়া ইসলাম শিফা
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ০৫
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

"'মা' কথাটি ছোট্ট অতি কিন্তু যেন ভাই, মায়ের চেয়ে নাম যে মধুর ত্রিভুবনে নাই।" মা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় আপনজন। আমি মাকে নিয়েই একটি গল্প বলব। কবিতা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তার জন্মের কিছুদিন পরই তার মা মারা যায়। মা নেই বলে সে মায়ের অভাব বুঝতে পারে। একদিন সে স্কুলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখে তার পাশে তার মা দাঁড়িয়ে আছে। কবিতা মনে মনে ভাবে এটা কী করে সম্ভব। তার মা তো নেই। একদিন রাতে সে তার প্রিয় আয়নার সামনে বসেছিল। ভাবছিল তার মা নিশ্চয়ই তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কবিতা হঠাৎ মা মা করে চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ তার মা কবিতার সামনে এসে দাঁড়ালো। মা বললেন, "কী হয়েছে কবিতা"। কবিতা বলল, "তোমাকে ছাড়া আমার কিছু ভালো লাগে না। তুমি আমাকে রেখে যেও না"। মা একটু হেসে বললেন, "আমি সবসময় তোমার পাশে আছি।" তোমার কোনো চিন্তা নেই। তুমি লেখাপড়া করে বড় হলেই আমি চিন্তামুক্ত।

কবিতা আজও মায়ের সেই আশা নিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করে। মাকে চিন্তামুক্ত করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। বড় হয়ে একদিন সে ঠিক তার মাকে চিন্তামুক্ত করেছে। সে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে "মা আজ যদি তুমি থাকতে তাহলে কী মজাই না হতো।"

কাক কালো ও রংধনু সাত রঙের কেন?

আয়শা খাতুন সাম্মী
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ১৩
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

অনেক দিন আগে পাখিদের কোনো রং ছিল না। সব পাখি দেখতে ছিল সাদা, পাখিদের সাদা রঙের জন্য শিকারিরা তাদের সহজেই ধরে ফেলত। তাই টিয়া, ময়না, শালিক, বুলবুলি, কবুতর, টুনটুনি, মাছরাঙা, কাক, চড়ুই, কোকিলসহ পাখিরা বলল, তারা সবাই পাশের রাজ্যে রূপনগরের একজন জাদুকরের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যার কথা বলবে। সব শুনে যাদুকর বলল, আট দিন পরে দেখা করতে ও সেদিনই তাদের রং দিবে। আটদিন পর সব পাখি যাদুকরের কাছে সকাল বেলাতেই চলে গেল ও নিজেদের নতুন রং পেল। কিন্তু কাক ও কোকিল গেল না।

দুপুর বেলা যখন সবাই খাবার খাচ্ছে তখন হঠাৎ কাক ও কোকিলের জন্য রাখা রঙের মধ্য থেকে সাতটি রং বাতাসের বেগে উড়ে গেল এবং আকাশে রংধনুর সৃষ্টি হলো। বিকেলবেলা কাক ও কোকিলের যাদুকরের কাছে যাওয়ার কথা মনে পড়ল এবং তারা তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। কিন্তু সেখানে খুব অল্প ছিল। তাই কাক ও কোকিল বলল, সব রঙ মিলিয়ে যে রং হবে সেটি তাদেরকে দিতে। সব রং মিশিয়ে তৈরি হলো কালো রং এবং সেদিন থেকে তাদের রং হলো কালো।

ভয়ংকর এক রাতে

কাশফিয়া আক্তার
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ৩০
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

বাড়িটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন বশির সাহেব। দোতলা বাড়ি। ব্রিটিশ আমলের তৈরি। দোতলায় টানা বারান্দা আছে। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটি উঠোন। আর পিছনে সারি সারি গাছপালা। সেখানে গোলাপ, বেলি, হাসনাহেনা ফুলের গাছ আছে। ফলেরও গাছও আছে। আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, কলা, লেবু গাছে ভর্তি পেছন দিকটা। সেখানে ছোট্ট একটি পুকুরও আছে। পুকুরে আছে শান বাঁধানো ঘাট। সবকিছু মিলে বাড়িটা ছবির মতো সুন্দর।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছিলেন বশির সাহেব। প্রথম দেখায়ই বাড়িটা পছন্দ হয়ে গেল তার। যদিও মতিঝিল থেকে জায়গার দূরত্ব মোটেই কম না। এ জায়গাটার নাম মাতুয়াইল। এটি ডেমরা থানায় অবস্থিত। যাত্রাবাড়ীর পর শনিরআখড়া। আর তার পরই মাতুয়াইল। বাসে এলে যাত্রাবাড়ী থেকে মাতুয়াইল বাসস্ট্যান্ড নামতে হয়। তারপর রিকশা করে মাইল পাঁচেক ভিতরে ঢুকতে হয়। বাস স্টেপেজ থেকে রিকশা ভাড়া মাত্র ১০ টাকা। হেঁটে আসলে আধা ঘণ্টা লাগে। এই বাড়ির আশেপাশে কয়েকটা বাড়ি আছে। তবে সেগুলো বেশ দূরে দূরে। পরিবেশটার মধ্যে কেমন যেন গ্রাম গ্রাম ভাব আছে। সেজন্য আরও বেশি পছন্দ হয়েছে বশির সাহেবের। বশির সাহেব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন স্ত্রী এবং দুই কন্যা নিয়ে বশির সাহেবের সাজানো গোছানো সংসার। বড় মেয়ে সায়মা, সে ক্লাস সিক্সে পড়ে। আর ছোট মেয়ে জায়মা তার বয়স মাত্র চার বছর। কোলাহলমুখর ঢাকা শহরের বাড়ি ভাড়ার হার যেভাবে বাড়ছে তাতে কম ভাড়ার একটা ভালো বাড়ি দীর্ঘদিন ধরেই খুঁজছিলেন তিনি। আর সেটা পাওয়া মাত্র অগ্রিম দিয়েছিলেন। আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। তারপরের মাসেই মালপত্র নিয়ে সোজা এ বাড়ি এসে উঠলেন। আসলে নতুন বাড়িতে উঠতে তার আর তর সইছে না। আগের বাড়িতে আরও কয়েকদিন থাকতে পারতেন তিনি। তবে তিনি সেখানে আর থাকলেন না।

দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে পিছে চমৎকার জায়গা। অথচ ভাড়া মাত্র আট হাজার টাকা। ভাবা যায়? এই বাজারে পুরো একটা বাড়ির ভাড়া মাত্র আট হাজার টাকা। সস্তায় পুরো বাড়িটা ভাড়ায় পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন বশির সাহেব। হোক না শহর থেকে একটু দূরে তাতে কী এমন ক্ষতি। অফিসে যেতে হয়তো একটু কষ্ট করতে হবে। আর তো কোনো কষ্ট নেই তার। তবে এখানে যেদিন এলেন সেদিন থেকেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন তিনি। সেটা হচ্ছে লোকজন কেন যেন আড়চোখে তাকে দেখছে। তাতে মনে মনে তিনি খুশিই হলেন। লোকজন তো আড়চোখে তাকে দেখবেই। কারণ এতো বড় বাড়িটা নামমাত্র ভাড়ায় পেয়ে গেছেন তিনি। মানুষের ঈর্ষা করারই কথা। আজ সকালেই এ বাসায় স্বপরিবারে এসে উঠেছেন বশির সাহেব। বশির সাহেবের স্ত্রী সেলিনা কাজের মেয়ে সাবেরাকে নিয়ে সারাদিন কাজ করলেন। ঘরদোর ধোয়ামোছা করলেন। বাগানের জঙ্গল পরিষ্কার করলেন। বাড়ির ছাদটা পরিষ্কার করলেন। মোট কথা আজ তার দম ফেলার সময় ছিল না। অফিস থেকে ফিরে বিকেলবেলা উঠোনে চেয়ার পেতে বসলেন বশির সাহেব। ভীষণ শান্তি লাগছে তার। বশির সাহেবের হাতে পত্রিকা। আর সামনের টেবিলের ধুমায়িত চায়ের কাপ। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। ঠিক সেই সময় সদর দরজায় কে যেন টোকা দিল। ভ্রূকুঁচকে গেল বশির সাহেবের। এ সময় আবার কে এলো? তার পরিচিত কাউকে তো তিনি এখনো এ বাড়ির ঠিকানা দেয়নি। উঠে গিয়ে গেট খুলে দিলেন বশির সাহেব। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। লোকটার বয়স তার চেয়ে পাঁচেক বেশি হবে। লোকটার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ।

'কাকে খুঁজছেন'? মহাবিরক্ত হয়ে বলল, বশির সাহেব।

এই লোকটাকে চেনা তো দূরের কথা কোনোদিন দেখেন ওনি।

'বিপদ, ভীষণ বিপদ', ফিসফিস করে বললেন লোকটি।

'বিপদ? কার বিপদ? কিসের বিপদ? রেগে উঠে বলেন বশির সাহেব।

লোকটা : কোনো খোঁজখবর না নিয়েই ভাড়া নিয়ে নিলেন বাড়িটা।

বশির সাহেব : তাতে আপনার সমস্যা কোথায়?

লোকটি : ভাই, এই বাড়িটা ভালো না। এটা ভূতের বাড়ি। এই বাড়ির ওপর ভূতের আছর আছে। এখানে এসে কেউ টিকতে পারে না। এই বাড়িতে সাত আটজন লোক অপঘাতে মারা গেছে। কেউ গলায় দড়ি দিয়ে। কেউ আগুনে পুড়ে। কেউবা বাথটাবের পানিতে ডুবে মারা গেছে। আপনি পালান ভাই। এ বাড়িতে এক রাতও থাকবেন না। মারা পড়বেন। ওরা আপনাদের মেরে ফেলবে।

এই কথা বলে চলে গেল লোকটা। হতবিহ্বল বশির সাহেব গেট ধরে কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। 'যত সব ফালতু কথা' বলে ঘুরে দাঁড়ালেন বশির সাহেব। লোকটা কী পাগল নাকি? ভূত বলে কিছু নেই। অথচ ব্যাটা বলে কি না এখানে ভূত আছে। ভাবতে ভাবতে ছাদে তাকালেন বশির সাহেব। মেয়ে দুটি ছাদে খেলছে। দেখে খুবই ভালো লাগলো তার। আহারে! মেয়ে দুটি এতদিন বন্দি জীবনযাপন করছে। আজ বিরাট ছাদ পেয়ে তারা খুব খুশি।

সন্ধ্যার সময় ঘরে ঢুকলেন বশির সাহেব। কোনো কোনো ঘরে বাতি জ্বলছে না। কাল ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকতে হবে।

বশির সাহেব : সেলিনা মেয়েদের ছাদ থেকে ডাকো।। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

সেলিনা : ওরা তো ঘরেই। ছাদে তো যায়নি। আর যাবেই বা কী করে, আমি তো ছাদের দরজায় তালা দিয়ে রেখেছি। কারণ ছাদে রেলিং নেই।

থমকে গেলেন বশির সাহেব। এটা কী করে সম্ভব। তিনি তো পরিষ্কার মেয়ে দুটিকে ছাদে খেলতে দেখেছেন। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তার কপালে। তবে কি ঐ ভদ্রলোকের কথাই সত্যি? তা না হলে তিনি ছাদে কাদের দেখলেন? একি Helusinetion, নাকি সত্যি ভূতের কারবার। ভেবে কোনো কুলকিনারা করতে পারলেন না। তবে এ ব্যাপারটা নিয়ে সেলিনার সাথে আলাপ করেন না তিনি। এই মাত্র সূর্য অস্ত গেছে। পশ্চিমাকাশ লাল হয়ে উঠেছে। ক্রমেই সেই লাল অন্ধকারে পরিণত হচ্ছে। এমন সময় বাড়ির পেছন দিক থেকে চাপা কণ্ঠের কুকুরের ডাক ভেসে এলো। সেই শব্দে কী যেন ছিল তাতে অতি সাহসী বশির সাহেবেরও বুক কেঁপে উঠল। সেলিনা রান্না করছেন। আর কাজের মেয়ে সাকেরা তাকে সাহায্য করছে। এই বাড়িতে গ্যাস নেই। তবে তাদের এলপি গ্যাস সিলিন্ডার আছে। এই বাড়িতে উঠবেন বলে গতকালই এটা কিনে এনেছেন বশির সাহেব। চুলায় ভাত চড়িয়েছেন সেলিনা। তারপর মাছ কুটে সাবেরাকে বললেন, মাছগুলো বারান্দার কল থেকে ধুয়ে আনতে। সাকেরা বারান্দার কল থেকে মাছ ধুয়ে ধুয়ে পাশের হাঁড়িতে রাখছে। হঠাৎ তার মনে হলো কে যেন তার পাশে বসে আছে একটু পরই পাশ থেকে কচকচ শব্দ হতে লাগল। ঝট করে ফিরে তাকাল সাকেরা। মানুষের মতোই দেখতে। কুচকুচে কালো একটা প্রাণী বসে আছে তার পাশে। সেই কাঁচা মাচ চিবিয়ে খাচ্ছে। তার সারা গায়ে পশম। চোখ দুটো লাল টকটকে। নাক নাই। নাকের জায়গায় শুধু একটা ফুটো। দাঁতগুলো চোখা চোখা। ভয়ংকর লাগছে এটাকে দেখতে। ভূত, ভূত বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল সাকেরা। তারপর গো গো করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল সাকেরা।

চিৎকার শুনে দৌড়ে এলেন বশির ও সেলিনা। তারা এসে কিন্তু সেখানে কিছুই দেখলেন না।

সাকেরা চোখে-মুখে পানির ছিটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এলো সাকেরার। উঠে বসে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগল সে।

সেলিনা : কিরে কি হয়েছে? ভূত কোথায়?

সাকেরা : (কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে) আমি সত্য সত্য ভূত দেখেছি আম্মা। কালা একটা ভূত। এইখানে বইয়া কচকচ কইরা মাছ খাইতাছিল।

সেলিনা : (ধমকে) কী আবোল-তাবেল বকছিস? ভূত আবার কী? ভূত বলে কিছু আছে নাকি!

তবে তিনি সেখানে এক টুকরো মাছও দেখতে পেলেন না। নিশ্চয়ই কোনো বিড়াল হবে। রংটা কালো হবে সেই মাছে খেয়ে গেছে আর তা দেখে সাকেরাও ভয় পেয়ে গেছে।

রাতে আর মাছ খাওয়া হলো না তাদের। ডিম ভাজা আর ডাল দিয়ে রাতের খাওয়া পর্ব শেষ করলেন। সাকেরার ভূত দেখার ঘটনাটা আরও বেশি চিন্তিত করে তুলল বশির সাহেবকে। নিশ্চয়ই মেয়েটা এমন একটি জিনিস দেখেছে যেটা দেখে ভয় পাওয়ারই কথা। তবে এ নিয়ে আর বেশি চিন্তাভাবনা না করে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সেলিনার। ছাদ থেকে শব্দ আসছে। কে যেন এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে যাচ্ছে। এত রাতে ছাদে কে হাঁটে? তার স্বামী নন তো? তার আবার এ অভ্যাস আছে। ঘুম না হলে তিনি রাতে বারান্দায় হাঁটহাঁটি করেন। চট করে পাশে তাকালেন তিনি আরর তার স্বামী তো তার পাশেই আছেন। ঘুমুচ্ছেন তিনি। আস্তে আস্তে খাট থেকে নামলেন সেলিনা। মেয়ে দুটি পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে। বারান্দায় লাইট নেই। কাল মিস্ত্রি এলে সেটা ঠিক করা হবে। অবশ্য বাইরে চাঁদনি রাত। চারদিকে ফকফকা জোছনা মেয়েদের ঘরের দরজা ধাক্কা দিতেই ক্যাচক্যাচ শব্দ করে খুলে গেলে সেটা। তিনি মেয়েদের লাইট জ্বালিয়েই ঘুমুতে বলেছিলেন। তারা তাই করেছে। খাটের দিকে তাকিয়ে ভয়ের হীম শীতল এক স্রোত বয়ে গেল সেলিনা শিরদাঁড়া বেয়ে। খাটে পাশাপাশি চারটি মেয়ে শুয়ে আছে। দুজন সায়মা, দুজন জায়মা। ঢোক গিললেন সেলিনা। আতঙ্কিত সেলিনার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। এসব তিনি কী দেখছেন। তার মাথা ঠিক আছে তো? তিনি নিজের গায়ে চিমটি কাটলেন নাহ এত স্বপ্ন নয়। এতো একেবারে সত্যি।

তিনি স্বামীকে ডাকতে ফিরে চললেন। এমন সময় নিচতলা থেকে তীব্র মরণ আর্তনাদ ভেসে এলো। দৌড়ে সিঁড়ির দিকে গেলেন সেলিনা। অজানা শঙ্কায় বুক ধুকপুক করছে তার। সিঁড়ির মাথায় থামকে দাঁড়ালেন তিনি। নিচে বসার ঘরের ফ্যানের সাথে ঝুলছেন বশির সাহেব। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেঁচে নেই। গলায় ফাঁস দিয়ে মারা হয়েছে তাকে। তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন। জিহ্বাটা বেরিয়ে আছে অনেকখানি। বীভৎস লাগছে তাকে দেখতে। আর সহ্য করতে পারলেন না সেলিনা। তীব্র চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তার চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল। এমন সময় তার কাঁধে হাত রাখল কেউ। কী হয়েছে সেলিনা! চমকে ঘুরে তাকালেন সেলিনা। আরে! এই তো তার স্বামী। তার তো কিছুই হয়নি। তাহলে ওটা কে? ঘুরে আবার বসার ঘরের দিকে তাকালেন তিনি। আরে! কী ভৌতিক কাণ্ড। ওখানে তো কিছুই নেই।

বশির সাহেব : কী হয়েছে সেলিনা? অমন চিৎকার করছ কেন?

"সেলিনা, দৌড়াচ্ছ কেন? কী হয়েছে"?। বলে তিনিও ছুটলেন স্ত্রীর পিছু পিছু। এক ছুটে মেয়েদের ঘরে এসে ঢুকলেন স্বামী-স্ত্রী। দৃশ্যটা দেখে ভীষণ চমকে উঠলেন বশির সাবে। চারজন শুয়ে আছে বিছানায়। দুজন সায়মা ও দুজন জায়মা। তিনি তখন কি করবেন তাই বুঝতে পারছেন না। কোন দুজন আসল সায়মা, আর কোন দুজন নকল সায়মা জায়মা। কোন দুজন নকল সায়মা জায়মা। তাইতো তিনি বুঝতে পারছেন না।

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে খাটের দুই পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন বশির সাহেব ও সেলিনা। তারা চিনতেই পারছেন না তাদের মেয়ে কোন দুটি। কারণ দুজনকে অন্য দুজনের কাছ থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। চোখ, নাক, মুখ, চুল, পোশাক সবই তাদের এক। গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠল বশির সাহেবের চোখে-মুখে। এমন অবস্থায় জীবনে পড়েননি তিনি।

হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলো দুজোড়া চোখ। নকল সায়মা জায়মা চোখ মেলে তাকিয়েছে। টর্চ লাইটের মতো দপ করে জ্বলে উঠল ভূত দুটির চোখে। উহ কী ভয়ংকর সে দৃষ্টি। তাদের চোখের ভিতর মণি নেই। সাদা কোনো অংশ নেই। কুচকুচে কালো দুজোড়া চোখ মেলে তাকিয়েছে তারা। হঠাৎ করে সেই দুজন ভূত খিলখিল করে হেসে উঠল। ভয়ংকর রক্ত হিম করা সেই হাসি। চোখা চোখা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বিছানায় উঠে বসেছে তারা। ওদের হাসির শব্দে জেগে উঠেছে সায়মা-জায়মা। ভয়ে চিৎকার করে উঠল তারা।

বশির সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তাদের চোখে চোখে কথা হলো। তারপর তড়িৎ গতিতে বশির সাহেব সায়মাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর সেলিনা জায়মাকে ধরলেন। দুজনে ছুটলেন নিজেদের ঘরের দিকে। তাদের পিছু পিছু ছুটে আসতে লাগল ভূত দুটো। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন বশির সাহেব। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সায়মা ও জায়মা।

সেলিনা : ওগো এ কোথায় এলেম আমরা?

ঘটনার আকস্মীয়তায় বশির সাহেব পুরোপুরি হতভম্ব।

তার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছে না। তবে তিনি বুঝতে পারছেন ঐ ভদ্রলোক যা বলেছেন তার সবই সত্যি। তার কথা বিশ্বাস না করে ভুলই করেছেন তিনি। ঘড়ি দেখলেন বশির সাহেব। রাত সাড়ে তিনটা বাজে। ভোর হতে এখনো দুঘণ্টা বাকি। বাকি রাতটা কীভাবে কাটবে তা বুঝতে পারছেন না তিনি।

'আম্মা আম্মা দরজা খুলেন। আমার ভর করতাছে।' দরজার ওপাশ থেকে সাকেরার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সাকেরার কথা। সে শুয়েছিল রান্নাঘরের পাশে ছোট ঘরে। এত কিছুতে তারা সাকেরার কথা ভুলেই গিয়েছিল। বশির সাহেব দ্রুত দরজা খুললেন। 'এইবার তেরা যাবি কই.? বলে খিলখিল করে হেসে উঠল সাকেরার বেশধারী ভূতটা। সে ঘরে ঢুকে পড়েছে। তার চোখে দুটিও কুচকুচে কালো। দাঁতগুলো চোখাচোখা। সবচেয়ে ভয়ংকর লাগছে তার জিহ্বাটা। সেটার রংও কালো।

বশির সাহেব ওকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে গেলেন কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হলো। সেই ভূতটা বশির সাহেবকে এক ধাক্কা দিল। তার গায়ে এত শক্তি যে বশির সাহেব ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘরের এক কোণে। ভূতটা পুরুষালী কণ্ঠে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। এমন সময় ভূতের সামনে এসে দাঁড়াল সেলিনা। তার হাতে একটা কোরআন শরীফ। দেখে ভয়ে কুকড়ে গেল ভূতটা। তারপর ছিটকে বেরিয়ে গেল এবং দৌড়ে পালালো।

তারা দেখলেন দরজার বাইরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে সাকেরা। বশির সাহেব কোলে করে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। তারপর আবার ভালো করে বন্ধ করে দিলেন। চোখে-মুখে পানির ছিটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এলো সাকেরার। সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল চারদিকে। মনে হচ্ছে সে ভয়ংকর কিছু দেখেছে।

সাকেরা : আম্মাগো, আমি ঘুমায়া আছিলাম। হঠাৎ কইরা আমার ঘুম ভাইঙ্গা গেল। শুনি কি বাথরুমে কেডা জানি হাসতাছে। হাসি হুইন্যা ডরে আমার কইলজা কাঁইপা গেলো। আমি দৌড়াইয়া আপনাগো ঘরে চইলা আইলাম। দরজা ধাক্কা দিমু ইমুন সময় কেডা জানি আমরা পিছন থেইকা ডাক দিল। আমি ফিরা চাইলাম। আলা! দেহি কি ঠিক আমার রহমই দেখতে একটি ছেড়ি খাড়াইয়া আছে। তার চোখ দুইডা কুচকুইচ্যা কালা। দাঁতগুলান চোখা চোখা। হেরপর আমার আর কিছু মনে নাই।

সায়মা, জায়মা জড়সড় হয়ে খাটের এক কোণে বসে আছে। তাদের পাশে বসে আছে সেলিনা। সাকেরা খাটের পাশই মাটিতে বসে আছে। আর বশির সাহেব অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন ঘরময়। জীবনে আর কোনোদিন এত বিচলিত হননি তিনি।

বশির সাহেব ঘড়ি দেখালেন হতে আর বেশি দেরি নেই। সকাল হতে আর বেশি দেরি নাই। হঠাৎ আবার মেইন গেট খোলার শব্দ হলো।

'বশির সাহেব, বশির সাহেব। আমরা এসে গেছি। আমরা আপনার প্রতিবেশী।'

বশির সাহেব : সেলিনা আর কোনো ভয় নেই ওরা এসে গেছে।

সেলিনা : দাঁড়াও, দরজা খোলা না ওরা আমাদের প্রতিবেশী না।

বশির : মানে কী বলছো তুমি?

সেলিমা : ঠিকই তো। ওরা তোমার নাম জানলো কীভাবে।

বশির : ঠিকই তো তিনি তো কাউকে তার নাম বলেনি।

তারপর সবকিছু চুপ হয়ে গেল। সেলিনা মেয়েদের বুকে জড়িয়ে ধরে দোয়া পড়ছেন।

আবার নিচে থেকে শব্দটা এলো 'বশির সাহেব, দরজা খুলুন।

বশির সাহেব : আপনার আমার প্রতিবেশি না। আচ্ছা, আপনারা আমার নাম জানলেন কী করে?

'খোল খোল বলছি দরজা'। ভূতটি বললো;

এরপর, ভূমিকম্প শুরু হলো। ঘরের ১০০ পাওয়ারের বাতিটা দপ করে জ্বলে উঠল। তারপর নিভে গেল। দরজায় দুমধাম যা পড়তে লাগল। সবাই ভাবছে এই বুঝে ভেঙে গেল। ঠিক সেই সময় একটি মোরগ ডেকে উঠল। এক মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে এলো। সাথে সাথে সমস্ত অশুভ শক্তির ডাক থেমে গেল। সেলিনা কাঁদছেন। এমন ভয়ঙ্কর রাত তার জীবনের আর কোনোদিন আসেনি। তারপর সবাই সেই হানাবাড়ি ছেড়ে চলে গেল।